দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

পাঠ্যবই প্রণয়নে সর্বস্তরে দুর্নীতি, অনিয়ম

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সঠিক পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিশন গঠন ও এনসিটিবি অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি): পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন

টিআইবির গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ ॥ কমিশন গঠনের পরামর্শ

প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়।
(১৯ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

পাঠ্যবই প্রণয়নে

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

গবেষণা উপদেষ্টা ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) ড. সুমাইয়া খায়ের, পরিচালক (গবেষণা ও পলিসি) মোহাম্মদ রফিকুল হাসান ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শাহজাদা এম আকরাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোরশেদা আক্তার। গবেষণায় সমস্যা উত্তরণে মোট ১৬ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের প্রায় সব ধাপেই সুশাসনের অভাব রয়েছে। যখন যে সরকার থাকে তাদের ভাবধারা ও খুশিমতো পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হয়। নির্ধারিত সম্মানী ও বেতনের বাইরে বিধি-বহির্ভূতভাবে সম্মানী নিচ্ছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা। দরপত্র প্রকাশ থেকে শুরু করে কার্যাদেশ পাওয়া পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে এনসিটিবির চেয়ারম্যান থেকে এমএলএসএস পর্যন্ত সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এর ভাগ পাচ্ছেন। তবে এর কোন ডকুমেন্ট রাখে না এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ। টিআইবির মতে, এনসিটিবির স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা। কিন্তু এনসিটিবি অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর কোন বিধিমালা নেই। নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার কারণে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবহার করা হয় এনসিটিবিকে।

টিআইবির পক্ষ থেকে বলা হয়, দরপত্র নির্দেশিকা তৈরি, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সিএস তৈরি, কার্যাদেশ প্রদান, প্রতি লটের কাগজের হিসাব, কাগজের বরাদ্দপত্র জারি, কার্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলায় বই সরবরাহ বাবদ গত ৩ বছরে ৫০ লাখ ৯৬ হাজার ৭শ' টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে সম্মানী নিয়েছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান থেকে এমএলএসএস পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ ছাড়া প্রকাশনায় সাব-কন্ট্রাক্টে, কাগজ ক্রয়ে ও কাগজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা ও ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয় বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

গবেষণায় উঠে আসে, এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, পাঠ্যবই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, সঠিকভাবে পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে না, দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান। পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান, ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা আদায়, মানসম্মত বই সরবরাহ না করা, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সাম্প্রদায়িক চাপের মুখে পরিবর্তন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা দেখতে পাই সরকার পরিবর্তন হলে পাঠ্যপুস্তকেও কিছু পরিবর্তন হয়, তাদের ভাবধারা প্রকাশ পায় পাঠ্যপুস্তকে। এনসিটিবি সরাসরি আদেশের ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান। আমরা সরকারের প্রভাবমুক্ত এনসিটিবি দেখতে চাই। আর এজন্য প্রয়োজন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিশন' গঠন।

সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিশন গঠন করলেই যে সরকারী প্রভাবমুক্ত পুরোপুরি হবে সেটা বলছি না। তবে কমিশন গঠন করলে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে। যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে, আমরা এ কমিশন গঠনে অনেক বলেছি।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, বর্তমান আইনে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) উল্লেখ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে গঠন করা হয়। আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগ নিয়ে এনসিটিবির ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য দেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়ার পরও দলীয় বিবেচনায় কমিটি থেকে বাদ দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। কর্মশালার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ঘাটতি, লেখক দলের সদস্যদের শিক্ষাক্রমের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না।